রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৪, ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন, ১৪২৫ মোতাবেক ০৪ মার্চ, ২০১৯

নিম্নলিখিত বিলটি ২০ ফাল্গুন, ১৪২৫ মোতাবেক ০৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৬/২০১৯

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৩নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০১৩ সনের ২৩নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৩নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (৩) এ উল্লিখিত "অ্যানালগ", শব্দ ও কমা বিলুপ্ত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। ২০১৩ সনের ২৩নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর—

(ক) উপ-ধারা ১ এর—

(অ) দফা (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ড) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটের ১ (এক) জন শিক্ষক ও ১(এক) জন চলচ্চিত্র নির্মাতাসহ অন্যূন ৪(চার) হইতে অনধিক ৬ (ছয়) জন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তিত্ব;";

(আ) দফা (ঢ) তে উল্লিখিত "সাংবাদিক" শব্দের পরিবর্তে "গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা ২ এ উল্লিখিত "৩ (তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "২ (দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০১৩ সনের ২৩নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর—

(ক) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঘ) চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও শিক্ষা কার্যক্রম আয়োজন, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং ডিপ্লোমা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর ডিগ্রিসহ সফলভাবে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও অন্যান্য কোর্স সম্পন্নকারীগণকে সনদ প্রদান;";

(খ) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(চ) চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎসব, কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদি আয়োজন;", এবং

(গ) দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঝ) চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সম্মাননা, পুরস্কার, ইত্যাদি প্রদান; এবং"।

৫। **২০১৩ সনের ২৩নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) "তদারকি" শব্দের পর, "পাঠ্য বিষয় নির্বাচন" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঘ) ইনস্টিটিউটের ডিন, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;";

(গ) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(চ) ইনস্টিটিউটের সকল একাডেমিক বিভাগের মুখ্য প্রশিক্ষক;"; এবং

(ঘ) দফা (জ) এর "বেসরকারি" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা প্রয়োজন। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ, যোগ্য কলাকুশলী এবং নির্মাতা সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গভর্নিং বডিতে সংশ্লিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি ইনস্টিটিউটকে সমৃদ্ধ করবে। গণমাধ্যম ব্যক্তিদের কাজের অধিক্ষেত্র বিস্তৃত বিধায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এই ইনস্টিটিউটের কার্যাবলির সাথে গণমাধ্যম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি অধিকতর সংগতিপূর্ণ হবে। গভর্নিং বডির সদস্যগণের মেয়াদকাল হ্রাসকরণ গভর্নিং বডিতে গতিশীলতা আনয়ন করবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অধিক্ষেত্র বিস্তৃত করা হবে এবং ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব ও কার্যাবলির পরিধি আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে বৃদ্ধি করা হবে। সম্মাননা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার মাধ্যমে পুরস্কার/সম্মাননা প্রদানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। একাডেমিক কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি বৃদ্ধি পাবে। একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য-সচিব হিসাবে ইনস্টিটিউটের ডিন অধিকতর উপযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করার ফলে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক/প্রশিক্ষকগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ সংশোধনের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করা হয়েছে। এ অবস্থায়, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ বিলটি আইনে পরিণত করার জন্য মহান সংসদে উত্থাপন করা হলো।

মোহাম্মদ হাছান মাহ্‌মুদ
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd